দৈনিক সংবাদ

তারিখ 18 APR 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষার পরিবেশ ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

গত ১০ই এপ্রিল সংবাদ-এ প্রকাশিত 'অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো' শীর্ষক প্রবন্ধটির জন্য এর লেখিকাকে ধন্যবাদ জানাই। এই প্রবন্ধটিতে একটি বাস্তব চিত্র ও জাতির দুঃখ-দুর্দশার দৃশ্য শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস ফুটে উঠেছে। তবে একই সাথে এই প্রবন্ধ আমাদের সকলের জন্য লজ্জা ও অপমানের। নইলে নব্বইয়ের অভ্যুত্থানের পরও কেন এত সন্ত্রাস, রক্তক্ষয়। এটা আমাদের জন্য হতাশা, দুঃখ ও দুর্দশার মূল। আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে এত অনিশ্চয়তা, এত সেশনজট; কিন্তু কেন?'

প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সময়মত পরীক্ষা হওয়া যেন এখন কল্পনাতীত ব্যাপার। অথচ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আজ পর্যন্ত অক্সফোর্ডে পরীক্ষার তারিখ পিছানো হয়নি।

প্রবন্ধে লেখিকা '৬০ দশকের পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর কর্তৃক গঠিত এনএসএফ-এর মাধ্যমে সন্ত্রাস সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন। আবার ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৬২, '৬৬ ও '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধেও ছাত্রদের গৌরবের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন।

শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস দমনের জন্য সর্বদলীয় বৈঠকে ৭ জন ছাত্রের হত্যাকারী তথাকথিত রাজনৈতিক নেতা অংশ নিয়েছে। পবিত্র ইসলাম ধর্মের নাম দিয়ে ঘৃণ্য জামাত-শিবিরের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসের কথা 'মুখোমুখি' অনুষ্ঠানে উল্লেখ করা হয়নি। মন্ত্রী ছিলেন নিশ্চুপ। আর বিরোধী নেত্রী সাজেদা চৌধুরী সন্ত্রাসীরা কোন দলের নয় বলে পার পাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি কি চট্টগ্রাম, রাজশাহী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেখেননি? তবে আমাদের এত দ্বিমুখী ভাব কেন?

ছাত্ররা '৫২, '৬২, '৭১ ও '৯০-এ একত্রিত হয়ে লড়াই করেছে। স্বাধীনতা অর্জন ও স্বৈরাচারের পতনে তারা নজিরবিহীন ঐক্য গড়ে তুলেছে। এই ঐক্য যেন হারিয়ে না যায়। শিক্ষার পরিবেশ হবে সুন্দর ও সন্ত্রাসমুক্ত —পরিশেষে এই প্রত্যাশাই করি।

সামিত শীশ
১০ম শ্রেণী,
ই.ইউ. স্কুল।